তারিখ 26 FEB 2016
পৃষ্ঠা 24 কলাম 2

কালের কণ্ঠ

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ

মেধাই হোক যোগ্যতার মাপকাঠি

দেশে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে। উচ্চ মাধ্যমিকে পাসের হার বৃদ্ধির ফলে প্রতিবছর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী বাড়ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সব শিক্ষার্থীর আসনপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে পারে না। অন্যদিকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে আসা সব শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে না। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হয় শিক্ষার্থীদের। একজন শিক্ষার্থী নিজেকে যোগ্য প্রমাণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ করে নিতে পারলেও উচ্চশিক্ষার মান নিয়ে সংশয় দূর হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নির্ভর করছে মানসম্পন্ন শিক্ষকের ওপর। কিন্তু দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কি মানসম্পন্ন শিক্ষকের নিশ্চয়তা দিতে পারছে? এ প্রশ্নেরই উত্তর খোঁজা হয়েছে কালের কণ্ঠ'র প্রতিবেদনে।

অনুসন্ধানে দেখা যাচ্ছে, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট না থাকলেও যোগ্য শিক্ষকের অভাব রয়েছে। শিক্ষক নিয়োগে মেধার চেয়ে রাজনৈতিক আনুগত্যই বেশি প্রাধান্য পেয়ে থাকে। রাজনৈতিক নিয়োগের আড়ালে স্বজনপ্রীতির ঘটনাও ব্যাপকভাবে ঘটে থাকে। রাজনীতি ও স্বজনপ্রীতি যে শিক্ষকতার মান নষ্ট করছে, কালের কণ্ঠে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তা স্পষ্ট। শুধু কালের কণ্ঠ'র এই প্রতিবেদন নয়, সংবাদপত্রে চোখ রাখলে দেখা যাবে অনেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েই নিয়োগের মৌখিক পরীক্ষা হতে পারেনি শুধু রাজনৈতিক কারণে। রাজনৈতিক নেতা ও সংগঠনের পক্ষ থেকে নামের তালিকা ধরিয়ে দেওয়া হয়। রাজনৈতিক নেতৃত্বের পছন্দমতো নিয়োগ না হওয়ায় উপাচার্যকে শাসানোর ঘটনা ঘটেছে। নিয়োগ পরীক্ষা বন্ধ করে দেওয়ার উদাহরণও আছে। রাজনৈতিক নেতাদের অনেকেই মনে করে থাকেন, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগে কোটা পাওয়া তাঁদের অধিকার! রাজনৈতিক পরিচয়ে যাঁদের নিয়োগ হয় তাঁদের অনেকেরই বিশ্ববিদ্যালয় কেন, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ারও যোগ্যতা নেই। উচ্চতর ডিগ্রি দূরের কথা, পুরো শিক্ষাজীবনে একটিও প্রথম শ্রেণি নেই এমন অনেক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক খোঁজ করলে পাওয়া যাবে।

রাজনৈতিক বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগও এখন অনেকটাই নিয়মে পরিণত হয়েছে। ফলে উপাচার্যদের অনেকেই এখন রাজনৈতিক আনুগত্য প্রকাশ করতে গিয়ে রাজনৈতিক নিয়োগ দিয়ে থাকেন। এ কারণেও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে মেধাবীদের আসার পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা একটি মেধানির্ভর পেশা। এখানে শিক্ষকদের নিয়মিত গবেষণা, লেখাপড়া ও চর্চার ভেতর দিয়ে যেতে হয়। নিয়মিত পাঠচর্চা না থাকলে পাঠদান বিঘ্নিত হবে। রাজনৈতিক কিংবা স্বজন পরিচয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মধ্যে পাঠদানের আগ্রহ কম থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়কে মেধা ও পাঠ চর্চার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে চাইলে মেধাবী শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মহল আন্তরিক হবে বলে আমাদের আশা।